গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৭ জন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিযানে পুলিশের পৃথক টিম অংশ নেয়।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

এনআই এ্যাক্ট মামলায় ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আবু জাফর ওরফে হিরনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আবু জাফর গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালি গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোররাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত) মনোজিত কুমার নন্দীর নেতৃত্বে এসআই আশিক, এসআই মাসুদ এএসআই জাহিদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে

তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

তার নামে পিরোজ জেলার একটি থানায় ব্যবসায়ীক লেনদেনের চেক ডিজঅনার হওয়ায় একটি মামলা হয়। যার নং ১৮৬/১৯।

মামলায় তার ২ বছরের কারাদন্ড দেন আদালত। দন্ডিত হওয়ার পর সে পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আদালত চত্বরে ধূমপান, একজনের জরিমানা

তিন ধুমপায়ি বিড়ির নেশা থামাতে না পেরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলার করিডোরেই শুরু করেন ধূমপান।

ঘটনাটি চোখ এড়াতে পারেনি মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর। নজরে আসার সাথে সাথে তিনি কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেন ওই তিন ধুমপায়িকে আটকের জন্য।

কোর্ট পুলিশ ধুমপায়িদের আটক করে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর আদালতে উপস্থাপন করেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামিরা স্বেচ্ছায় তাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ায় মামলাটি নিষ্পত্তি করেন।

বয়স বিবেচনায় আদালত দুইজন আসামিকে দন্ড প্রদান করলেও সতর্ক করে দন্ড স্থগিত করেন। এছাড়া একজনকে ২০০ টাকা জরিমানা করেন।

ওই আসামি চালানযোগে জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে মুক্ত হন।

মুজিবনগরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফী আইনে মামলা

তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পূর্বের বিশেষ মূহূর্তের ছবি পোষ্ট করে ব্লাক মেইল করার অপরাধে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফি আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাবেক স্ত্রী সোনিয়া খাতুন।

পর্ণগ্রাফি আইনের ৮(১), ৮ (২) ও ৮(৩) ধারায় অভিযোগ এনে মুজিবনগর থানায় মামলাটি করেন তিনি। যার মামলার নং ৩, তারিখ ০৫/০৯/২০২২ ইং।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

মামলার আসামী করা হয়েছে সোনিয়ার সাবেক স্বামী চুয়াডাঙ্গা জেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে নাইম হাসানকে।

মামলার বাদী মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আছান আলীর মেয়ে সোনীয়া খাতুন বলেন, নাইম হাসানের সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই আমার উপর নির্যাতন সহ নানা ধরনের জালা যন্ত্রণা দেওয়ায় তার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পরের বিশেষ মূহূর্তের ছবি সে ধারন করে রাথে।সেই ছবি এখন আমার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে ব্লাকমেইল করছে। এঘটনায় বিচার দাবী করে এই মামলাটি দায়ের করেছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। এখন আসামি ধরে তাকে আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে বেকারী ও ফার্মেসীতে ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে মেসার্স ফাইভ স্টার ফার্মেসী ও মেসার্স এফ রহমান নামের একটি বেকারী কারখানায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ এবং পণ্যের গায়ের উৎপাদন মেয়াদ না লেখার অভিযোগে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭. ৪৩ ধারায় বেকারীর মালিক প্রদীপ কুমার শাহাকে ১০ হাজার টাকা ও বিক্রয় নিশিদ্ধ ওষধের স্যাম্পল বিক্রি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ থাকার অপরাধে একই আইনের ৩৭.৫১ ধারায় ফআভি স্টার ফার্মেসীর মালিক শরিফুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন। এসময় তাদের স্বাস্থ্য বিধি ও আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করার নির্দেশ দেন।

এসময় বিসিআইসি অনুমোদিত কয়েকটি সার ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীর দোকানেও অভিযান চালান এ টিমটি।

এসময় কৃষি বিপনন জেলা কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ও জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো: তাজিমুল হকসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ৭ দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১, মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ ও গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনটি থানার একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় যুবকের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় জুয়েল হোসেন (৩১) নামের এক যুবকের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামি জুয়েল হোসেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন কসায়ের ছেলে।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকার পক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার চল্লিশপাড়া গ্রামের মাঠের মধ্যে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে জুয়েল হোসেনকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগজিনসহ আটক করে।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর আদালত এ মামলায় সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। নির্ধারিত ধার্য তারিখে আদালতের বিচারক মামলার আসামিকে এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫ জন মামলা রেকর্ড ৬ টি

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। তিন থানায় বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

সদর থানায় অন্যান্য মামলা ৩ টি, মাদক আইনে ১ টি , মুজিবনগর থানায় ১ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা রেকর্ড হয়েছে।

রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান

চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনরগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান সূত্রটি।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা আটক ১

অবশেষে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় মামলা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। ওই মামলায় ১ জনকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

ভুক্তভোগী ইউপি সদস্য ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি তাজুল ইসলাম বলেন, ২৮ আগষ্ট ছিল আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৭ আগষ্ট রাতে চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওই এলাকার ৭/৮ জন বেধড়ক মারপিট করে।

এতে করে আমি গুরুত্বর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিতে চাইলেও তারা বাধা দেন। পরে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হই। ওখানে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আমাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তবে ওই ঘটনায় ২৮ আগষ্ট সকালে ১০ জনকে আসামি করে কোটচাঁদপুর থানায় একটা অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু ওই সময় অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয় না।

তবে কি কারনে নথিভূক্ত করা হয়নি,এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ঘটনার পর থেকে তাদের একটি পক্ষ মিমাংসা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। বিষয়টি মিমাংসা না হলে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে আবারও কোটচাঁদপুর থানায় যায়। এ সময় থানা কর্মকর্তা মামলাটি নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

শনিবার মামলাটি নথিভুক্ত হয়। মামলার আসামিরা হলেন, রাজিব হোসেন,আক্তার হোসেন,সাজ্জাদ হোসেন,শিবলু জামান,স্বপন আলী, রবিউল ইসলাম, শরীফ হোসেন, আনিসুর রহমান ফুটান,রাহুল হোসেন,আমিরুল সর্দার,। এদের মধ্যে স্বপনকে আটক করে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছেন। তাজুল ইসলাম কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন,ইউপি সদস্যকে মারপিটের ঘটনায় থানায় এজাহার নামীয় ৮ আসামী করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৫,তারিখ -০৩-০৯-
২২। ওই মামলায় ১ জন আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪, দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।
আসামিদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে পুরনো মামলায় ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার

(৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
এসময় মেহেরপুর সদর থানায় একটি ও গাংনী থানায় নারী নির্যাততন দমন আইনে একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবা (৪ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।